মহাভারতের মধ্যে প্রাচীনতর বলা হয়।

প্রশ্ন : আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল?

অথবা, আর্যদের আদি বাসস্থান নিয়ে যে সাম্প্রতিক বিতর্ক আছে সেটি আলোচনা কর।

উত্তর: আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। ডঃ এ.সি.দাস, পন্ডিত গঙ্গানাথ ঝা, ড. ত্রিবেদী, পারগিটার প্রভৃতি পন্ডিতদের মতে আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল ভারতবর্ষ। তাদের মতে পাঞ্জাবের 'সপ্তসিন্ধু' অঞ্চল ছিল আর্যদের আদি বাসস্থান। আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল ভারত। এই মতের সমর্থনে বলা হয় যে—১) বৈদিক সাহিত্যে যে সকল গাছ ও পশুপাখির উল্লেখ আছে তা ভারতের এই সকল স্থানে দেখা যায়। ২) বৈদিক সাহিত্যে সপ্তসিন্ধু ছাড়া অন্য কোন দেশের নাম পাওয়া যায় নি। ৩) সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যেরূপ সর্বাধিক সংখ্যক আর্য ভাষা গোষ্ঠীর শব্দসম্ভার বিদ্যমান অন্য কোন ভাষাগোষ্ঠীতে তা দেখা যায় নি। ৪) পারগিটারের মতে, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আর্যদের ভারতের ভেতর অভিপ্রয়াণের কোন প্রমাণ ভারতের ইতিহাসে নেই। ৫) বৈদিক আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে আসে এর সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। ৬) ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে কিন্তু ইউরোপের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহে তা হয়নি।

উপরোক্ত মতের বহু ত্রুটি মার্শাল প্রভৃতি পন্ডিতেরা দেখান। তাঁরা ওপরের মতের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলি দেখান তা হল—১) আর্য জাতির ভারতে আদি বসবাস সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় নি। ২) আদি যুগ থেকে যদি আর্যরা ভারতে বসবাস করত তাহলে দ্রাবিড় জাতি ভারতে কখন ও কিভাবে আসে সেকথা নিশ্চয় বৈদিক সাহিত্য বা পুরানে বলা হত। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। ৩) ভারত যদি আর্যদের আদি বাসস্থান হত তবে ভারত থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ার আগে তারা গোটা ভারতে আর্য বসতি বিস্তার করত। কিন্তু দক্ষিণ ভারত দীর্ঘকাল আর্য সভ্যতার বাইরে ছিল। ৪) এছাড়াও সংস্কৃত ভাষায় তালব্য বর্ণ যথা-ন, ং, ৎ প্রভৃতির প্রভাব দেখা যায় যা ইউরোপের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় নেই।

যে সমস্ত পন্ডিত মনে করেন ইউরোপ হল আর্যদের আদি বাসভূমি, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অধ্যাপক নেরিং, জার্মান পন্ডিত ব্রান্ডেনস্টাইন, পি. গাইলস, ডি.ডি.কোশাম্বী প্রভৃতি। অধ্যাপক গাইলস এর মতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের

Scanned with CamScanner

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী-বোহেমিয়া অঞ্চলে আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল। তিনি মনে করেন আর্যদের বসবাসের অনুকূল আদর্শ পরিবেশ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী অঞ্চলেই ছিল। তবে প্রখ্যাত জার্মান পন্ডিত অধ্যাপক ব্রান্ডেনস্টাইন এর অভিমত অধিকাংশ পন্ডিত গ্রহণ করেন। তাঁর মতে ইউরাল (Ural) পর্বতের দক্ষিণের কিরঘিজের স্তেপ বা তৃণভূমি অঞ্চলে আর্যরা আদিতে বসবাস করত। তাঁর মতে আদি যুগের ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য ভাষায় স্তেপ অঞ্চলের বিশেষ উল্লেখ আছে। এই স্থান থেকে আর্যদের একটি শাখা পশ্চিমে চলে আসে। পরে এই শাখা দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। একভাগ ইরানে, অপরভাগ ভারতে প্রবেশ করে। এই মত সর্বাধিক গৃহীত হয়।

আলোচ্য প্রসঙ্গের থেকে বলা যায় যে আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। গরডন চাইল্ড ১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'The Aryans' গ্রন্থটি সামগ্রিকভাবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনিও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, এ সম্পর্কে বেশিরভাগ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এখন কিরঘিজ স্তেপির দিকে।

Scanned with CamScanner